REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৭শে মাঘ বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 9th February 1921 | ২৭শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল প্রাচীন রঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৷৶০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক জাত—রমণী কল্পতরুর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক স্থলে চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষক হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷০ দেড় টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৷/০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয় কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'জাল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র নিওগী প্রভৃতি নামে ৪ ব্যক্তি হিলিংবাম জাল করার অপরাধে সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যথোচিত দণ্ডিত হইয়াছে। ক্রেতাগণ হিলিংবাম ক্রয়কালীন শিশির মাথায় আমাদের নামাঙ্কিত শীল, শিশির গায়ে ইংরাজী হরপে হিলিংবাম ও আমাদের কোম্পানীর নাম লেখা ও ব্যবস্থা পত্রে আমাদের স্বাক্ষরের ছাপ দেখিয়া লইবেন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে পুরাতন ও নূতন জাল বুঝিতে হইবে। জালকারীকে ধরাইয়া দিতে পারিলে আমরা যথোপযুক্ত পুরস্কার দিব।

মেহের উপসর্গ যথা—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত থড়িগোলার মত ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি হিলিংবাম সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়।

প্রশংসাপত্রদানকারী কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) লেঃ কর্ণেল এস, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এস, আর, সি এস; (৪) ক্যাপ্টেন এস, চক্রবর্ত্তী আই,এম,এস; এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম,ডি; (৬) ই, এম, গ্রাহাম, এম, ডি; (৭) আর মনিহার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া, এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, কি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস্ ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ভাল ভাল ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাকখরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৭শে মাঘ বুধবার ১৩২৭ সাল।

মদের দোকানে মন্দা বিক্রী।

—০—

নন-কো-অপারেশনের ফলে কলিকাতার অনেক দোকানে খরিদ্দার নাই। মদ বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোক অনেকেই মদ খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। মদ ছাড়িতে পারে নাই মান্য গণ্য বাবু মহাশয়রা। যাহারা মদের দোকানে মদ টানিয়া হেলিতে দুলিতে "রাইট লেফ্‌ট" করিতে করিতে মহানন্দে বাটী আসিতেন তাঁহারাও আর টিটকারীর ভয়ে প্রকাশ্যে মদ খাইতেছেন না। ঘরে বসিয়া দুই এক পাত্র টানিয়া ধাৎ রক্ষা করিতেছেন। আর কেন ভাই, নন-কো-অপারেশন কর আর নাই কর এই সুযোগে স্বভাবটী একটু শোধরাইয়া লও না কেন। ইহকাল পরকাল দুইই ভাল হইবে।

ওকালতি ত্যাগ।

—০—

সহযোগিতা বর্জ্জননীতি অনুসারে নোয়াখালি জেলা কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু গত ২রা জানুয়ারী তারিখে ওকালতি ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বেশ পসারওয়ালা উকীল ছিলেন। ইনি নোয়াখালীর উকীলগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। চাঁদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত হয়দয়াল নাগ মহাশয়ও ওকালতি ত্যাগ করিয়াছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য।

—০—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় জাতীয় শিক্ষার জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা ও বর্ষে বর্ষে ৩০ হাজার টাকা সাহায্য পাইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন :—

শেঠ শুকলাল করনানী	৫১,০০০৲
রামকৃষ্ণ মোঠা	৩০,০০০৲
দালালগণের নিকট	১০,০০০৲
খুচরা আদায়	১০০,০০০৲
মোট	১,৯১,০০০৲

মৎস্য বর্জ্জন।

—:০:—

মৎস্য দিন দিন স্বর্ণমূল্য হইতে চলিয়াছে দেখিয়া জঙ্গিপুরের ও উকিল ও মোক্তার বাবুরা যতদিন ক্ষুদ্র মৎস্য ।০ চারি আনা সের ও বৃহৎ মৎস্য ।৶০ ছয় আনা সের না পাওয়া যাইবে ততদিন মৎস্য খাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আগামী শনিবার হইতে এই প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইবে। কেবল মৎস্য কেন নিত্য ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যই মৎস্য অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, সর্ব্ব দ্রব্যের মূল্য কমাইবায় জন্য এইরূপ বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। ইহাতে দ্রব্য মূল্য হ্রাস না হইলেও সংযম শিক্ষা হইতে পারে। আচ্ছা মৎস্য হইতেই প্রথম আরম্ভ হউক।

"শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ
পর্ব্বত লঙ্ঘনম্।"

নির্ব্বাচন নাকচ মামলা।

(১)

মুর্শিদাবাদ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির নির্ব্বাচিত মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের নির্ব্বাচন রদের জন্য শ্রীযুত অন্নদাচরণ সান্যাল মহাশয় যে মামলা দায়ের করিয়াছেন তাহার বিচারার্থ (১) মিঃ মামফোর্ড (২) রংপুরের জজ বাহাদুর (৩) বহরমপুরের উকিল শ্রীযুত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে এই বিচার বৈঠক বসিবে।

(২)

সিউড়ীর উকিল শ্রীযুত লালা মৃত্যুঞ্জয়লাল বীরভুম হইতে নির্ব্বাচিত কাউন্সিলের মেম্বর রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের নির্ব্বাচন রদ করিবার জন্য যে মোকদ্দমা করিনাছেন তাহার বিচারার্থ নিম্নলিখিত তিন জন কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন :—(১) মিঃ মসলী (২) শ্রীযুক্ত বাবু সজনীকান্ত সিংহ (৩) শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লালগোলা—লালবাগে যাওয়ায় আপত্তি।

—০—

লালগোলা থানা জঙ্গিপুর মহকুমার এলাকাভুক্ত আছে। গত বৎসর হইতে উক্ত থানা লালবাগ মহকুমার সামিল করা হইবে বলিয়া গুজব শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে সত্য সত্যই লালগোলা থানাকে জঙ্গিপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লালবাগের অন্তর্গত করিবার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুর উকিলখানায় এই ব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য স্থানীয় উকিল ও মোক্তার বাবুরা এক সভা করিয়াছেন। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যদ্যপি লালগোলা লালবাগ মহকুমাভুক্ত হয় তবে উক্ত এলাকার সাধারণ লোকের খুব অসুবিধা হইবে। কেননা দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। কায়দায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া অনেককে মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়। রঘুনাথগঞ্জ বা মির্জ্জাপুর থানার অনেক গ্রাম অপেক্ষা লালগোলা থানার পশ্চিম ও উত্তর অংশস্থিত অনেক গ্রাম জঙ্গিপুরের নিকটবর্ত্তী। গরীব বিচারপ্রার্থীগণ লালগোলার সুদূর পল্লী হইতেও মুড়ি, চিড়ে বাঁধিয়া পদব্রজে জঙ্গিপুর আসিয়া মোকদ্দমা করিয়া থাকে। এই বিচ্ছেদ-রূপ পরিবর্ত্তন হইলে খাস লালগোলা ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি মাত্র গ্রামের ধনী লোকদেরই (যাহারা রেলের ভাড়া দিতে সক্ষম) সুবিধা হইবে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে লালগোলা থানার অতি অল্প সংখ্যক লোকই যান বা বাহনে জঙ্গিপুর যাতায়াত করে। অধিকাংশ লোকই পদব্রজে আসা যাওয়া করিয়া থাকে। লালবাগ যাইতে হইলে অধিকাংশ গ্রামের লোককে জঙ্গিপুরের সমান পথ চলিয়া হয় লালগোলা না হয় কৃষ্ণপুর ষ্টেশনে যাইতে হইবে; সেখানে রেলওয়ে কোম্পানিকে সেলামী দিয়া অনিচ্ছা সত্বে রেলগাড়ী চড়িয়া লালবাগে যাইতে হইবে। এই পরিবর্ত্তনে কেবল কতকগুলি ধনী বা অর্দ্ধধনীর খেয়াল পূর্ণ হইবে ছাড়া সরকারের বা প্রজার কোন সুবিধাই হইবে না। হঠাৎ নূতন মহকুমায় গিয়া উকিল মোক্তার ও মুহুরীগণের দ্বারা কার্য্য করা যে কি অসুবিধা তাহা গরীব ভিন্ন অর্থশালী মানবের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। আমরা সবিনয়ে প্রার্থনা করি যে সরকার এই পরিবর্ত্তন স্থগিত রাখিয়া গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকের ধন্যবাদভাজন হউন।

গ্রাম্য চৌকিদার।

—০—

গ্রাম্য চৌকিদার নামক যে ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি প্রজার অর্থে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহাদের চাকরী ছোট হইলেও কর্ম্মের গুরুত্ব বড় কম নহে। রাত্রি ১০টা হইতে চৌকী পাহারা দিতে হয়, হপ্তায় হপ্তায় থানায় হাজিরা দিতে হয়, প্রেসিডেন্ট হাকিমের নিকট পালা অনুসারে হাজির থাকিতে হয়, থানায় আসিয়া দারোগা হইতে কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সকলের ফরমাইস খাটিতে হয়, প্রেসিডেন্টের মেয়ের বাড়ীতে তত্ত্ব লইয়া যাইতে হয়, টিকাদার বাবুর সঙ্গে ঘুরিতে হয়, লোক গণনার ইনুমারেটরগণের হুকুম তামিল করিতে হয়, যে তাহাদিগকে শালা বলিয়া সম্বোধন করে, উর্দ্ধতন হুজুর ভাবিয়া তাঁহারই বাক্স পেটরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া যাইতে হয়, গ্রামে চুরি হইলে তদন্তকারী ক্রোধ প্রশমনের জন্য অশ্রাব্য গাল'গালি শুনিতে এবং সময় সময় পিঠ পাতিয়া দিতেও হয় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অনেক কর্ম্মের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত আছে। ইহাদের মাসিক বেতন ৫৲ টাকা মাত্র। তাও মাসে মাসে পায় না। তিন মাস অন্তর বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা। পেট তিন মাস মানে না কাজেই আদায়কারী পঞ্চায়েত মহাশয়ের নিকট কান্নাকাটি করিয়া হয় সুদ অঙ্গীকার করিয়া না হয় বিনা সুদে অগ্রিম লইয়া থাকে। বেতন বিলির দিন আবার প্রতি চৌকীদার মাহিনা পাইল কিনা তাহা দেখিবার জন্য হাকিম বাবু বা কোন উচ্চ পদস্থ অফিসার থানায় উপস্থিত হইয়া চৌকীদারের হাতে তিন পাঁচা পনর টাকা দেখিয়া তবে ছাড়েন। পঞ্চায়েৎ বেচারা কি করে হাত ফিরি করিবার জন্য কোন প্রকারে সমস্ত টাকা দিয়া হাকিম বাবুর চক্ষের বাহিরে অগ্রিম দেওয়া টাকা কাটিয়া লয়। সরকার সমস্ত চাকুরের মাহিনা বাড়াইলেন আর এই লাঞ্ছিত প্রাণীগুলির কিছু ব্যবস্থা করিলেন না!

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি।

—০—

শুনা যাইতেছে যে আগামী এপ্রিল হইতে রেলওয়ে কোম্পানী সকল ৩য় শ্রেণীর ভাড়া প্রতি মাইল ৩ পাই স্থলে ৪৷৷০ সাড়ে চারি পাই আদায় করিবেন। ইণ্টার ক্লাসের ভাড়া বর্ত্তমান সেকেণ্ড ক্লাসের সমান হইবে। ইতিপূর্ব্বে যখন ভাড়া বাড়িয়াছিল তখন বোঝার উপর শাকের আঁটি মনে হইয়াছিল। এবার উক্ত গুজব সত্য হইলে বোঝার উপর বোঝা চাপিবে। কি করা যাইবে উপায় ত নাই। রেল গাড়ীর সহিত নন-কো-অপারেশন করা ত সুকঠিন।

পতিনির্ব্বাচনে নারীর রুচি ।

—০—

সকল দেশেই যে স্ত্রীলোকগণ সকল পুরুষের সহিত স্বভাবতঃ প্রেমে মত্ত হয়, তাহা নহে। প্রতি দেশে কোন একটী গুণের পক্ষপাতী হইয়া পুরুষের প্রতি নারীজাতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। বিভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকের পতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি অভিরুচি, তাহার কিছু কিছু এস্থলে উপস্থিত করিব।

ফরাসী বিলাসিনীগণ বীর ও রসিক স্বামী কামনা করেন।

ওলন্দাজ কামিনীগণ, যে স্বামী নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারেন, সেরূপ পতিতে রত।

জর্ম্মাণ রমণীগণ স্থির-প্রণয়ী ও চিরবিশ্বাসী পতিতে রত ;

স্পেন নারীরা বৈ নির্য্যাতনকারী স্বামী বড় ভালবাসেন।

ইটালি রূপসীগণ কবিত্ব ও কল্পনা পূর্ণ ভর্ত্তা লাভে যত্নবতী।

রুষিয়ার সীমন্তিনীগণ, যে ব্যক্তি ইউরোপের পশ্চিম বিভাগের জাতিদিগকে অসভ্য ও দুর্ভাগ্য বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহাকে তাহাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর উপযোগী মনে করেন।

দিনেমার ললনাগণ, স্বামী যদি তাহার শ্বশুরের দেশকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বসুখাধার বলেন, তবে সেই স্বামীকে তাঁহারা খুব পছন্দ করেন।

ইংরাজ ললনাগণ ধনবান স্বামী চাহেন।

আমেরিকার রমণীগণ বিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

নিগ্রো নারীগণ বনবাসী স্বামী চান।

আফ্রিকার রমণীগণ নৃত্যগীতে পারদর্শী স্বামীতে রত।

নিউবিয়ার রমণীগণ যে স্বামী নানারূপ সজ্জা দ্বারা বেশ সাজিতে পারেন, এমন লোককে পতি করিতে চান।

চীন নারীগণ চিত্র অঙ্কন দ্বারা বিদ্যার অভিজ্ঞ ভর্ত্তার ভক্ত।

জাপান রমণীগণ বীর ও বাণিজ্য-প্রিয় পতি চান।

তিব্বত লক্ষ্মীরা সংস্কৃতভাষাবিদ্ ধার্ম্মিক স্বামী লাভে দৃঢ়চিত্ত।

ব্রহ্মদেশীয় ললনাগণ শিল্প বিদ্যায় বিশারদ ভর্ত্তা ভালবাসেন।

কাশ্মিরী যুবতীগন সুসভ্য স্বামীর সেবা-পরায়ণা।

মারবারি রূপসীরা ধর্ম্মরত ঈশ্বর-ভক্ত পতি গ্রহণে ব্যস্ত।

পশ্চিমা রমণীগণ বলবান পতি চান।

বোম্বাইয়ের রমণীগণ ব্যবসায়ে দক্ষ পতি লাভে কৃতসঙ্কল্পা।

মান্দ্রাজ সুন্দরীগণ ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ স্বামীর প্রিয়।

উৎকল কামিনীগণ মূর্খ অথচ কৃষিকার্য্যে পারদর্শী পতি সঙ্গ চান।

বাঙ্গালী সতীগণ সর্ব্বাঙ্গে সোণার গহণা দিতে পারেন, এমন স্বামী পছন্দ করেন।

আসামী সীমন্তিনীগণ স্বদেশ-ভক্ত স্বামী প্রিয়।

আরব কামিনীগণ পর্ব্বত-বাসী স্বামী লাভে যত্নবতী।

গারো রমণীগণ প্রতিহিংসা পরায়ণ পতিতে রত।

খাসিয়া ও জয়ন্তী নারীগণ যবন-বিদ্বেষ ভাবাপন্ন পতি চান।

কোল ও ভীল ললনাগণ শত্রুদলনে সক্ষম স্বামী সঙ্গ চান।

রাজপুত বীরাঙ্গনা বীর ও অচল-প্রতিজ্ঞ স্বামী ভক্ত।

জাট সুন্দরীগণ সমর-দক্ষ পতি চান।

"সময়"

সম্পত্তি বিক্রয় ।

জেলা মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সবজজ আদালতের ১৯১৭ সালের ১৬৫ নং অন্যপ্রকার ডিক্রীর সর্ত্তানুসারে এবং উক্ত আদালতের আদেশমত কাঞ্চনতলা এষ্টেটের নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি প্রকাশ্য ডাক নিলামে সর্ব্বোচ্চ এবং সঙ্গত মূল্যে কাঞ্চনতলা জমিদারী কাছারী মোকামে আগামী ৮ই ফাল্গুন ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দ্বিপ্রহরে বিক্র হইবে উপস্থিত করা যাইবে। গ্রাহকগণ ঐ তারিখের পূর্ব্বে পত্র দ্বারা তাঁহাদের প্রস্তাবিত মূল্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইতে পারেন এবং আবশ্যক হইলে উক্ত কাছারী মোকামে তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতে পারিবেন।

সম্পত্তির তালিকা।

১। কামাত ভগবানপুর।
২। কামাত বিনোদপুর।
৩। জোত শাবলপুর।
৪। মৌজে চরি অনন্তপুর।
৫। বাইন্ধ্যা থাকা জোত ১২৭/০ বিঘা
৬। বহরমপুর বাসা বাটী।
৭। হস্তিদন্ত ছোট বড় ১২ খণ্ড ওজন অনুমান ৮৫ পঁয়ত্রিশ সের এবং চোয়ালের দাঁত ওজন অনুমান ৷৷৪ চব্বিশ সের।

কাঞ্চনতলা এষ্টেট।
পোঃ ধুলিয়ান।
জেলা মুর্শিদাবাদ।
৭।২।২১

শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়,
কমন ম্যানেজার এবং পার্টিশান কমিশনর।

বিজ্ঞাপন ।

মুরারই ষ্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্বে পাইকর গ্রামে শ্রীশ্রী৺সর্ব্বেশ্বর দেব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের শুভাগমন উপলক্ষে বৃহত মেলা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আগামী ২৬শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত পাইকর হাটের উত্তর পার্শ্বে এবং নদীর সন্নিকটে সমতল ভুমির উপর মেলা বসিবে। উক্ত মেলায় যথাসময়ে বড় দল সংকীর্ত্তন, যাত্রা ও নৃত্যগীতাদি হইবে। দোকানদারগণের থাকিবার জন্য বিশেষ সুবিধাজনক স্থান নির্ণয় করা হইবে। এবং মেলার সন্নিকটে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা আছে। দোকানদারগণ অগ্রিম স্থান নির্ব্বাচন করিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ম্যানেজার বাবুর নিকট দরখাস্ত করিবেন। বিলম্ব হইলে স্থান দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে ইতি সন ১৩২৭ সাল তাং ২৭শে মাঘ।

ম্যানেজার—
শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
নায়েব।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

দ্রষ্টব্য ।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মুল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অত্ত তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মুল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মুল্য ৯৷৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।৹ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকার রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দুরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দুরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।/

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

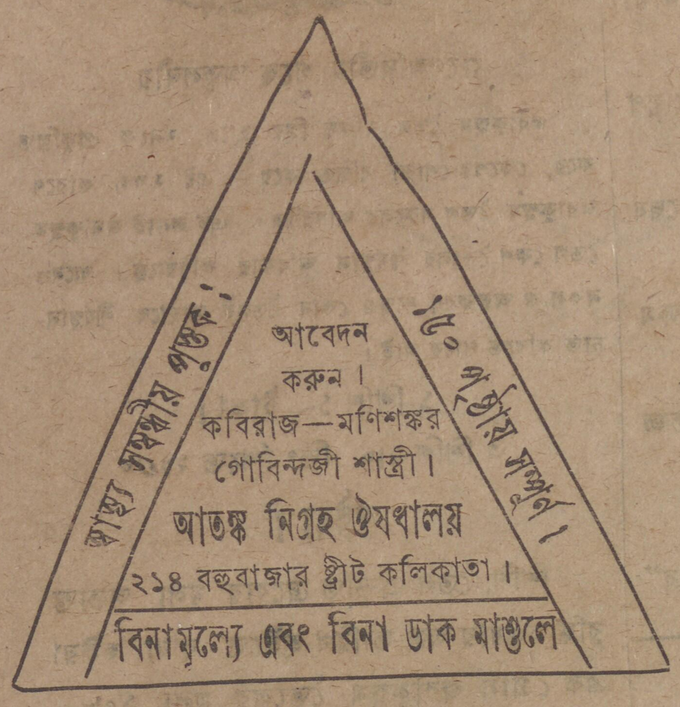

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইলেক্ট্রিক সালিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৵০ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দীর্ঘকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ